হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

মুক্তির পয়গাম

লেখকঃ হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

সম্পাদকঃ জিহাদুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশঃ পহেলা রমজান, ১৪৪৪ হিজরী
২৪শে মার্চ, ২০২৩ ঈসায়ী

প্রকাশনায়ঃ অন্তিম প্রকাশনী

কম্পিউটার কম্পোজঃ এম এম রহমান

হাদিয়াঃ ১০০ (একশত বিশ) টাকা মাত্র।

অন্যান্য বইগুলোঃ http://cutt.ly/akhirujjamanbooks

যোগাযোগঃ backup.2024@hotmail.com

বই কিনুনঃ http://cutt.ly/ontim_prokashoni

MUKTIR PAYGAM WRITTEN BY HABIBULLAH MAHMUD BIN ABDUL QADIR, EDITED BY JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY ONTIM PROKASHONI. COPYRIGHT: PUBLISHER. PUBLISHED ON: 24th MARCH, 2023 ISAYI, RAMADAN 1st, 1444 AH HIJRI.

উপহার

নামঃ

পিতাঃ

মাতাঃ

গ্রামঃ

পোষ্টঃ

থানাঃ

উপজেলাঃ

জেলাঃ

এর পক্ষ হতে

নামঃ

পিতাঃ

মাতাঃ

গ্রামঃ

পোষ্টঃ

থানাঃ

উপজেলাঃ

জেলাঃ

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তাঁর স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে "হাবীবুল্লাহ মাহমুদ" নামে চিনে। পিতা আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েক জন উর্ধ্বতন পুরুষের নাম:

■ পিতার দিক হতে- আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল-যোবায়েরী (রহঃ) বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী (রহিঃ)। যিনি ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে 'বদরী কাফেলা' নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্দী থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন।[১]

■ মাতার দিক হতে- সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অতঃপর তাঁর নানার সহযোগীতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অতঃপর বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। (উল্লেখ্য: 'গাঁওপাড়া' গ্রামটি নাটোর জেলার আওতাধীন বাগাতিপাড়া উপজেলাধীন, পাঁকা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। আর সেখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন।)

১. ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস (মুসলিম শাসন), লেখক: আব্দুল করিম মোতেম, (পৃষ্ঠা ৩০৬)।

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'য়ালার জন্য এবং পরকালের কল্যাণ আল্লাহ ভীরুদের জন্য। ছলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর উপর এবং রাসূল (সঃ) এর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীগণ (রাঃ) এর উপর।

অত:পর, এই পৃথিবীটা আমাদের জন্য চিরস্থায়ী আবাস স্থান নয়; বরং এটা একটি মুসাফির খানা মাত্র। এই শিক্ষা ও বিশ্বাসটি শুধু আমাদের কাল্পনিক নয় বরং তা চুড়ান্ত সত্য। এর বাস্তব উদাহরণ হলো মানুষের মৃত্যু। তাছাড়ও আরো একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি, যেমন- কোন শিক্ষার্থী শিক্ষা অর্জনের জন্য কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। সেখানে তার জীবনের প্রায় ৫/৭ বছর, তারও কম বা বেশি অতিবাহিত করে। আর এই সময়টিতে কত বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী তৈরি হয়ে যায়। আরো কত অপরিচিত মুখ হয় পরিচিত। হাঁসি-কান্না, সুখ-দুঃখ। আর শিক্ষা অর্জনের মধ্যে দিয়েই কেটে যায় কয়েকটি বছর। অত:পর যখন সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঐ শিক্ষার্থীর শিক্ষা অর্জনের কাজ শেষ হয়ে যায়, তখন ঐ সকল বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী ও পরিচিত মুখগুলোর নিকট থেকে চলে যেতে হয় বিদায়ী অনুষ্ঠানের মাধ্যম দিয়ে। নিজের আবাসে অথবা আবার অন্য কোথাও।

হ্যা, প্রিয় পাঠক/পাঠিকাগণ,

এই পৃথিবী আমাদের আখেরী মানযিল নয়; বরং এটা ক্ষনিকের মুসাফির খানা। আর স্থায়ী আবাস রয়েছে পরকালীন জীবনে। আর আমাদের ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, আমাদের সকলকেই রওনা দিতে হবে পরকালীন জীবনের 'বিচার দিবস' তথা হাশরের ময়দানে। আর সেই ময়দান থেকেই বান্দার ঈমান, আমলের, আল্লাহ ভীরুতার এবং মহান আল্লাহ তা'য়ালার করুণার

মাধ্যমে নির্ধারিত হবে বান্দার আখেরী মানযিল। চিরস্থায়ী জান্নাত অথবা চিরস্থায়ী জাহান্নাম। কারো জন্য আবার বিভিন্ন মেয়াদে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর আবার নির্ধারিত হবে জান্নাত।

জান্নাতই হলো বান্দার চির সুখ-শান্তির স্থান, সকল চাওয়া-পাওয়া পূরনের স্থান। সেখানে শুধু আনন্দ আর আনন্দ। তবে যারা জান্নাতে যাবার কাজ করবে না, তাদেরকে পরকালীন জীবনে কঠিন আযাবে গ্রেফতার হতে হবে। তাদের জন্য থাকবে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। যা থেকে মুক্তির কোন উপায় থাকবে না। যদি বান্দা এই পৃথিবী থেকেই মুক্তির উপায় সন্ধান করে তদানুযায়ী আমল না করে যায়। আর সেই মুক্তির উপায় উল্লেখ করেই আমি সংক্ষেপে একটি বই লেখলাম যার নামকরণ করেছি "মুক্তির পয়গাম"।

আমি আশা করি, বইটি ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকলের জন্যই ইসলাম সম্পর্কে জানতে সহযোগিতা করবে এবং সেই অনুযায়ী আমলের প্রতি নিজ অন্তরে উৎসাহ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ইংশা আল্লাহ।

* মুক্তির পয়গামঃ

সকল সৃষ্টিরই রয়েছে একজন স্রষ্টা, অনুরূপ জগৎ সমূহেরও রয়েছে একজন মহান স্রষ্টা। তিনি হলেন মহান আল্লাহ্ রব্বুল আ'লামীন।

এখানে জগৎ বলতে শুধু আসমান ও জমিনকে বুঝানো হচ্ছে না বরং আসমান জমিনসহ ইহার মধ্যে যাহা কিছু আছে সকল কিছুকেই বুঝানো হচ্ছে। যেমন জায্সাস (রহি:) বলেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা ইহজগৎ ও পরজগতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবই আ'লাম তথা জগৎ। (তাফছীরে ইবনে কাছীর, সূরা ফাতিহা এর এক নং আয়াতের আ'লাম শব্দের ব্যাখ্যা, পৃঃ ৯০) আর সেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাঁর নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন-

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٠٢﴾

অর্থ: "তিনিই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁহার ইবাদত কর; তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।" (সূরা আন'আম, আঃ ১০২)

যেহেতু মহান আল্লাহ তা'য়ালাই আমাদের একমাত্র স্রষ্টা, আর নিশ্চিত ভাবে আমরা সেই মহান আল্লাহ তা'য়ালারই দিকে ফিরে যাবো। (২/১৫৫) আর আল্লাহর নিকট ফিরে যাবার পর নিঃসন্দেহে সেখানে আমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত অথবা জাহান্নাম, শাস্তি অথবা শান্তি, কঠিন আযাবে গ্রেফতার অথবা মুক্তি। সেহেতু একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই জানেন, কঠিন আযাব থেকে আমাদের মুক্তির পথ আর একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই আমাদেরকে দিতে পারেন তাঁর পক্ষ হতে আমাদের জন্য "মুক্তির পয়গাম"।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া মুক্তির পয়গাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে, সেই ব্যক্তি পরকালীন জীবনে মুক্তি পাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া মুক্তির পয়গামকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের ইচ্ছামত জীবন পরিচালনা অথবা অন্য কারো দেয়া পয়গাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে, তারা পরকালীন জীবনে কঠিন আযাবের মধ্যে পতিত হবে।

কাজেই এখন আমাদেরকে জানতে হবে আমাদের জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে দেয়া মুক্তির পয়গাম কী?

* মুক্তির পয়গাম কী?

মুক্তির পয়গাম হলো- মহান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে আদেশ-নিষেধ দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের মুক্তির জন্য তাঁর বার্তা বাহক বা পয়গম্বরের মাধ্যমে যেই বার্তা বা পয়গাম পাঠিয়েছেন, আর আমাদের মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার পাঠানো মুক্তির পয়গাম হলো, মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا
أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

অর্থ: "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ভিন্ন কারো নামে যবেহ করা হয়েছে; গলা চিপে মারা জন্তু, প্রহারে মরা জন্তু, উঁচু থেকে পড়ে মরা জন্তু অন্য প্রাণীর শিঙের আঘাতে মরা জন্তু এবং যে জন্তুকে হিংস্র প্রাণী খেয়েছে- তবে যা তোমরা যবেহ করে নিয়েছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূজার বেদিতে বলি দেয়া হয়েছে এবং জুয়ার তীর দ্বারা বন্টন করা হয়, এগুলো গুনাহ। যারা কুফরী করেছে, আজ তারা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলাম। তবে যে তীব্র ক্ষুধায় বাধ্য হবে, কোন পাপের প্রতি ঝুঁকে নয় (তাকে ক্ষমা করা হবে), নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আল মায়েদাহ, আঃ ৩)

তাহলে উপরক্ত আয়াতটি থেকে বুঝা যাচ্ছে আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে মুক্তির পয়গাম হলো 'ইসলাম'। আর এই ইসলাম হলো মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট একমাত্র দ্বীন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿﴾

অর্থ: "নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন।" (সূরা আলে ইমরান, আঃ ১৯) আর সে জন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে তাঁর পয়গম্বরগণ (আঃ) এর মাধ্যমে মানুষের নিকট এই দ্বীনের পয়গামই পাঠিয়েছেন। যার প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সর্বশেষ পয়গম্বর মুহাম্মাদ (সঃ)-কে বলেন-

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۗ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۗ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿﴾

অর্থ: "তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা) তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন দ্বীন (বা জীবন ব্যবস্থা) যাহার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যাহা আমি ওয়াহী করিয়াছি তোমাকে এবং যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এই বলিয়া যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না।" (সূরা শূরা, আঃ ১৩)

আর যে বা যারাই আল্লাহ তা'য়ালার এই দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেই হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿﴾

অর্থ: "কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহা কখনও কবুল করা হইবে না এবং সে হইবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত।" (সুরা আল-ইমরান, আঃ ৮৫)

তবুও যারা আল্লাহর দেয়া দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চায় এবং তা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদেরকে, আল্লাহ তা'য়ালা ধমক দিয়ে স্বরণ করিয়ে দিয়ে বলেন-

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿﴾

অর্থ: "তাহারা কী চাহে আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে! আর তাঁহার দিকেই তাহারা ফিরে আসবে।" (সুরা আল-ইমরান, আঃ ৮৩)

অতএব, মহান আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা আমাদেরকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে হবে, অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা যেমন- গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ইহুদীবাদ, খৃষ্টানবাদ, হিন্দুত্ববাদ ইত্যাদি গ্রহণ করা যাবে না। আমাদের একমাত্র মুক্তির পথ, একমাত্র দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম।

* ইসলামঃ

যেহেতু ইসলাম আমাদের একমাত্র মুক্তির পথ, সেহেতু আমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে জানা অতীবও জরুরী। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন যে, "আমরা একদিন আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর নিকট বসে ছিলাম, হঠাৎ একটি লোক আমাদের কাছে এলো। তার পরনে ধবধবে সাদা কাপড় এবং তাঁর চুল কুচকুচে কালো ছিল (বাহ্যত) সফরের কোন চিহ্ন তার উপর দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনছিল না। শেষ পর্যন্ত সে নবী (ছঃ)-এর কাছে বসল। তাঁর দুই হাঁটু তাঁর (নবী (ছঃ)-এর) হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে দিল এবং তার হাতের দুই করতলকে নিজ জানুর উপরে রেখে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। সুতরাং আল্লাহর রাসূল (ছঃ) বললেন, ইসলাম হল এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, ছলাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমাদানের ছিয়াম রাখবে এবং কা'বা ঘরের হাজ্জ করবে; যদি সেখানে যাবার সামর্থ রাখো। সে (আগন্তুক ব্যক্তি) বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন।" (রিয়াদুছ ছলিহীন, হাঃ ৬১; সহিহ মুসলিম, অধ্যায় ঈমান, হাঃ ১)

উপরোক্ত হাদিছ থেকে ইসলাম এর পরিচয়ে ৫টি বিষয় উল্লেখ হয়েছে:

১. কালিমা:

এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রসূল। উক্ত কালিমাটি আবার দুই ভাবে ভাগ করা যায়-

(ক) তাওহীদ; (খ) রিসালাত।

তাওহীদ হলো একথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই। মহান আল্লাহ তা’য়ালা সকল বিষয়েই এক এবং অদ্বিতীয়।
মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾
لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿۳﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

অর্থ: “বল! তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়, আল্লাহ কাহারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী; তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই, এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই। (সূরা ইখলাস, আ: ১-৪)

এই তাওহীদকে আবার তিন ভাবে ভাগ করা যায়-

(ক) তাওহীদ:

১. তাওহীদ আল আছমা ওয়াছ ছিফাত তথা নাম ও গুণে মহান আল্লাহ তা’য়ালার একত্ববাদ। কুরআন ও সুন্নাহতে আল্লাহ তা’য়ালার যেই নাম গুলো ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সেই নাম গুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহ তা’য়ালার যেই নাম যেই ভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেই নাম, সেই ভাবেই বর্ণনা করা, তাতে কোন রূপকতা ব্যবহার না করা। কুরআন সুন্নাহতে মহান আল্লাহ তা’য়ালা যেই গুন সমূহ সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে সেই সকল গুণে আল্লাহ তা’য়ালার একত্ববাদ বিশ্বাস করা। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿۱۱﴾

অর্থ: “কোন কিছুই তাঁহার অর্থাৎ আল্লাহর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” (সূরা শূরা, আ: ১১)

আল্লাহ তা'য়ালার নাম ও গুনে কোন রূপ অতিরঞ্জিত না করে বা তা থেকে কোন কিছু কম না করে, যেরূপ ভাবে কুরআন সুন্নাহতে আল্লাহ তা'য়ালার নাম ও গুন সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে তাঁর প্রতিই মহান আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদ বিশ্বাস করাই হলো আল্লাহর তাওহীদ আল আসমা ওয়াছ ছিফাত। (আরো ভালো ভাবে জানতে পড়ুন আমার লেখা “তালিমুল ইসলাম” বইটি)

২. তাওহীদ আর রুবূবিয়া তথা আল্লাহর সৃষ্টি, ক্ষমতা, রিযিকদাতা, পালনকর্তাতে একক জানা। একথা দৃঢ়ভাবে অন্তরে বিশ্বাস করা ও স্বীকার করা যে, একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, অন্য কেহ নয়। সকল কিছুর উপর একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই অধিক ক্ষমতাবান, তাঁর মতো ক্ষমতা অন্য কোন কিছুর নেই। তিনিই আমাদের জীবনদাতা, তিনিই আমাদের পালনকর্তা, তিনিই আমাদের মৃত্যুদাতা এবং একমাত্র তিনিই আমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করবেন। আসমান ও জমিন সহ সকল জায়গায় একমাত্র তাঁরই ক্ষমতার নির্দশন। তিনিই আমাদেরকে রিযিকদান করেন, তিনিই আমাদের একমাত্র প্রভু (রব), তাঁহার সাদৃশ্য কোন কিছুই নেই। (সূরা শূরা, আ: ১১) অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার প্রভূত্ব বা রুবূবিয়াতের প্রতি একত্ববাদ বিশ্বাস করাই হলো আল্লাহর তাওহীদ আর রুবূবিয়া। (আরো ভালো ভাবে জানতে পড়ন আমার লেখা “তা'লিমুল ইসলাম” বইটি)

৩. তাওহীদ আল ইবাদাহ (উলূহিয়াহ) তথা ইবাদতে আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদ। যেহেতু আল্লাহই হলেন সব কিছুর স্রষ্টা, আহারদাতা, মালিক ও সংরক্ষণকারী, বর্তমানে, অতীতে এবং ভবিষ্যতেও। সেহেতু একমাত্র তিনিই ইবাদাত পাবার যোগ্য এবং তাঁহার সঙ্গে অন্য কাউকে বা কিছুকে শরীক করা যাবে না। বান্দাহর ইবাদাত পাবার একক ভাবে একমাত্র যোগ্য হলেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদতে একত্ববাদ বিশ্বাস করাই হলো- আল্লাহর তাওহীদ আল ইবাদাহ (উলূহিয়াহ)। (আরো ভালোভাবে জানতে পড়ুন আমার লেখা “তা'লিমুল ইসলাম” বইটি)

(খ) রিসালাত:

মুহাম্মাদ (ছঃ) আল্লাহর রসূল একথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সাক্ষ্য দেয়া। অত:পর তার সাথে একথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছঃ) সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল। তাঁর পরে আর কোন নবী-রসূল আসবেন না। আর সকল নবীই ছিলেন স্ব স্ব গোত্রের জন্য, কিন্তু শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছঃ) ছিলেন জিন ও মানুষসহ সকল মাখলুকাতের জন্য প্রেরিত বিশ্ব নবী। (আদ-দারেমী, হাঃ ৫৭৭৩)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚۛ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۚ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

অর্থ: মুহাম্মদ (সঃ) ও তার সাথী যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যান্ত কঠোর। পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকুকারী, সেদজাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সেজদার চিহ্ন থাকে, এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো, একটি চারা গাছের মতো যে তার কচি পাতা উদগতো করেছে ও শক্ত করেছে, তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কান্ডের উপর মজবুত ভাবে দাড়িয়েছে, যা চাষিদের আনন্দ দেয়, যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে সৎ কর্ম করে আল্লাহ্ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন। (সূরা ফাতহ, আ: ২৯)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মাদ (ছঃ)-কে আদেশ করেন যে,

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٨﴾

"বল, হে মানব মন্ডলী; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবারই জন্য আল্লাহর রসূল।" (সূরা আ'রফ, আ: ১৫৮)

অতএব মুহাম্মাদ (ছঃ) এর রিছালাতকে মনে-প্রানে বিশ্বাস করতে হবে এবং তাঁর সাক্ষ্য দিতে হবে। আর একটি বিষয় স্পষ্ট ভাবে মনে রাখতে হবে যে, ইবাদাতের জন্য যেমন আল্লাহকে একক গণ্য করতে হবে, অনুসরণের জন্য তেমনই আল্লাহর রসূল (ছঃ)-কে একক গণ্য করতে হবে। (মাজমাউল ফাতাওয়া, ১ম খন্ড, পৃ: ৮০)

অতএব উপরোক্ত কালিমা বা কালিমায়ে শাহাদাতের প্রথম অংশের দাবী হলো- আল্লাহকে পাওয়ার জন্য তাঁর প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মাদ (ছঃ)-কে অনুসরণের ক্ষেত্রে একক গণ্য করতে হবে। (আহলে হাদীছ আন্দোলন, আসাদুল্লাহ আল গালিব, পৃ: ১০৩)

আর আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۱﴾

অর্থ: "বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।" (সূরা আলে ইমরান, আ: ৩১)

* আলোচ্য কালিমা এর ফাযিলাত:

হযরত মুআয (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহর রসূল (ছঃ) বলেছেন- "যে ব্যক্তি সত্য-চিত্তে (ইখলাসের সাথে) 'আশহাদু আল্লাইলা-হা ইল্লাল্লহ, ওয়াআন্না মুহাম্মাদার রসূলূল্লাহ' বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (রিয়াদুছ-ছালিহীন হা: ৪)

* আল্লাহর রাসূল (ছঃ)-কে না দেখেই বিশ্বাস করার লাভ:

একদা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মজলিসে সাহাবাগণের (রাঃ) গুণাবলির আলোচনা চলছিল। তিনি বলেন, "যাঁরা আল্লাহর রসূল (ছঃ) কে দেখেছেন তাঁদের তো কর্তব্যই হল তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা; কিন্তু আল্লাহর শপথ! ঈমানী মর্যাদার দিক দিয়ে তারাই উত্তম যারা না দেখেই তাঁকে বিশ্বাস করে থাকেন। অত:পর তিনি সূরা বাকারার ১-৩ নং আয়াতের 'গাইব'

পর্যন্ত পাঠ করলেন।” (মুসনাদে ইবনে আবী হাতিম ১/৩৪; হাকিম ২/২৬০; তাফছীরে ইবনে কাছীর, পৃঃ ১২৪)

হযরত ইবনে মুহাইরীজ (রহিঃ) আবূ জুমু'আ (রাঃ) নামক সাহাবীকে জিজ্ঞেস করেন এমন একটি হাদিছ আমাকে শুনিয়ে দিন যা আপনি স্বয়ং আল্লাহর রসূল (ছঃ) হতে শুনেছেন। তিনি বললেন, আচ্ছা আমি আপনাকে খুবই ভাল একটা হাদিছ শুনাচ্ছি। একবার আমরা আল্লাহর রসূল (ছঃ)-এর সঙ্গে নাশতা করছিলাম। আমাদের সঙ্গে আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ) ছিলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল (ছঃ) আমাদের চেয়েও উত্তম আর কেহ আছে কি? আমরা আপনার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছি, আপনার সঙ্গে ধর্ম যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তিনি (ছঃ) বললেন, “হ্যাঁ, আছে। ঐ সমুদয় লোক তোমাদের চেয়ে উত্তম যারা তোমাদের পরে আসবে এবং আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে অথচ তারা আমাকে দেখতেও পাবে না।” (মুসনাদে আহমাদ হাঃ ৪/১০৬, তাফছীরে ইবনে কাছীল পৃঃ ১২৫)

হযরত সা'লিহ ইবনে জুবাইর (রহিঃ) বলেন, আবূ জুমু'আ আনসারী (রাঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসে আমাদের নিকট আগমন করেন। রিযা ইবনে হাইঅহও (রাঃ) আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। তিনি ফিরে যেতে থাকলে আমরা তাকে পৌছে দেয়ার জন্য তার সঙ্গে সঙ্গে চলি। তিনি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় বলেন, আপনাদের এই অনুগ্রহে প্রতিদান ও হক আমার আদায় করা উচিত। শুনে রাখুন! আমি আপনাদেরকে এমন একটা হাদীছ শুনাবো যা আমি আল্লাহর রসূল (ছঃ) হতে শুনেছি। আমরা বলি; আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন! আমাদেরকে তা অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, শুনুন? আমরা দশজন লোক আল্লাহর রসূল (ছঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) ছিলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ছঃ) আমাদের চেয়েও কি বড় সাওয়াবের অধিকারী আর কেহ হবে? আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার অনুসারণ করেছি। তিনি (ছঃ) বললেন, “তোমরা করবে না? আল্লাহর রসূল তো স্বয়ং তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন। আকাশ হতে আল্লাহর ওয়াহী তোমাদের সামনেই বার বার অবর্তীর্ণ হচ্ছে। ঈমান তো ঐ সব লোকের যারা তোমাদের পরে আসবে তারা দুই জিলদের মধ্যে কিতাব পাবে এবং তার

উপরেই ঈমান এনে আ'মল করবে। তারাই তোমাদের দ্বিগুণ সাওয়াবের আধিকারী।" (ইবনে আসাকীর হা: ৬/৩৬৮, তাফসীরে ইবনে কাছীর, প্রথম খ্ পৃ: ১২৫, ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান অনুবাদ)

* কালিমা গ্রহণ না করার কারণে পরকালিন জীবনে কঠিন আযাবে গ্রেফতার:

উপরে উল্লেখিত কালিমা গ্রহণের একথার সাক্ষ্য দেওয়া যে,

ক) আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।

খ) এবং মুহাম্মাদ (ছঃ) আল্লাহর রসূল। ফলে যেমন পরকালিন জীবনে মুক্তির তথা জান্নাত লাভের ওয়াদা উল্লেখ হয়েছে- তেমনী ভাবে কালিমা গ্রহণ না করার কারণে পরকালীন জীবনে কঠিন আযাবে গ্রেপ্তারও হতে হবে।

* কালিমা দুই ভাগ:

ক) তাওহীদ- গ্রহণ না করার ফল: যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা'য়ালার তাওহীদ বা একত্ববাদের স্বীকার ও সাক্ষ্য না দেবে বা আল্লাহর তাওহীদ এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস না রাখবে- সেই ব্যক্তি মুশরিক অর্থাৎ আল্লাহর সাথে শিরককারী হিসেবে গণ্য হবে। আর এই ব্যক্তি যদি মুশরিক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তবে তাকে পারকালীন জীবনে কঠিন আযাবে গ্রেপ্তার করা হবে এবং তাকে স্থায়ী ভাবে ভয়াবহ জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

অর্থ: "মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ী ভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির অধম।" (সুরা বায়্যিনা, আয়াত: ৬) আর মুশরিকরা মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট বিশুদ্ধ তাওবা না করে মারা গেলে তাদেরকে কখনও ক্ষমাও করবেন না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লহ তাঁহার সঙ্গে শরীক করা ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; এবং যে কেহ আল্লাহর শরীক করে, সে এক মহাপাপ করে।" (সুরা নিছা, আয়াত: ৪৮)

খ) রসূল (ছঃ) এর রিসালাত স্বীকার ও সাক্ষ্য না দেয়ার ফল: যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাসের পাশা-পাশি মুহাম্মাদ (ছঃ) এর রিসালাত এর উপর দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত স্বীকার ও সাক্ষ্য প্রদান না করবে, সে ব্যক্তিও কাফির হিসাবে গণ্য হবে। যেরুপ ভাবে আহলে কিতাবগণ আল্লাহ কে বিশ্বাস করলেও আল্লাহর রসূল (ছঃ) কে দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস ও তাঁর রিছালাতের স্বীকার এবং সাক্ষ্য প্রদান না করার কারণে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

"কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফরী করে তাহারা এবং মুশরীকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ী ভাবে অবস্থান করিবে; উহারাই সৃষ্টির অধম।" (সুরা বায়্যিনা, আয়াত: ৬)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ছঃ) বলেছেন, "যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! এ উম্মাতের মধ্যে ইয়াহুদই হোক অথবা খৃষ্টানই হোক, যারই কানে আমার নবুওয়াতের সংবাদ পৌছবে এবং আমার আনীত জিনিসের উপর সে ঈমান আনিবে না, আর ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে।।" (মুসলিম হা: ১/১৩৪)

২। ছলাত প্রতিষ্ঠা করা:

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

অর্থ: "তোমরা ছলাত ক্বায়েম কর ও যাকাত দাও, এবং রুকু কারীদের সঙ্গে রুকু কর।" (সুরা বাকারাহ, আয়াত: ৪৩)

আল্লাহ তা'য়ালার তাওহীদ ও আল্লাহর রসূল (ছঃ) এর রিসালাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সাক্ষ্য প্রদানের পরই একজন মু'মিন বান্দার প্রথম কর্ম বা আ'মলই হলো ছলাত ক্বায়েম করা। এখানে একটি বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন তা হলো বর্তমান সময়ে দেখা যায় মা'রিফাতী ফকীর এর মুরিদ সেজে কিছু অগ্য লোকেরা আক্বীমুছ ছলাত তথা ইকামাতে ছলাত বা ছলাত প্রতিষ্ঠার অর্থে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্তিতে ফেলে দিচ্ছে। তারা ইকামাতে ছলাত সম্পর্কে বলছে কুরআন মাজিদ এ আল্লাহ ছলাত পড়া বা আদায়ের কথা বলেনি, বরং ছলাত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। ছলাত প্রতিষ্ঠা করা আর ছলাত আদায় করা একই বিষয় নয়; বরং দুটি ভিন্ন বিষয়, ছলাত পড়া বা আদায় করা অর্থ-নিজেই ছলাত আদায় করা, আর ছলাত ক্বায়েম করা হলো-এটা রাষ্ট্রের কাজ। নিজেকেই ছলাত পড়তে হবে, এমন কোন বিধান নাই। অথচ সাহাবী (রাঃ) গণ ও তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ (রহি:) গণ ছলাত ক্বয়েম বলতে যেই অর্থ বুঝিয়েছেন তা নিচে উল্লেখ করলাম। ইকামাতে ছলাত এর অর্থ- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'তারা ফরয ছলাত আদায় করে, রুকু, সাজদাহ, তিলাওয়াত, নম্রতা এবং মনোযোগ ক্বয়িম বা প্রতিষ্ঠা করে।' (তাবারী-১/২৪১) হযরত কাতাদাহ (রহি:) বলেন, 'ছলাত প্রতিষ্ঠিত করার অর্থ হচ্ছে- ছলাতের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা, ভালো ভাবে উযূ করা এবং রুকু ও সাজদাহ যথাযথ ভাবে আদায় করা।' (ইবনে আবী হাতিম-১/৩৭) হযরত মুকাতিল (রহি:) বলেন যে, 'সময়ের হিফাযাত করা, পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা, রুকু ও সাজদাহ ধীর-স্থীর ভাবে আদায় করা, ভালো ভাবে কুরআন পাঠ করা, আত্তাহিয়্যাতু এবং দরুদ পাঠ করার নাম ইকামাতে ছলাত।' (ইবনে আবী হাতিম, ১/৩৭, তাফছীরে ইবনে কাছীর, ড. মুজিবুর রহমান অনুবাদক, ১ম খন্ড পৃ: ১২৬)

উক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট ভাবেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইকামাতে ছলাত মানে শুধু রাষ্ট্রীয় ভাবেই ছলাত প্রতিষ্ঠিত করা বুঝায় না; বরং প্রতিটা মুসলিম ব্যক্তি তার নিজের মাধ্যমেই ছলাত প্রতিষ্ঠিত করবে। তবে হ্যাঁ, মুসলিম শাসকের জন্য অবশ্যই করণীয় যে, রাষ্ট্রিয় ভাবে ছলাত প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এই বুঝ নিয়ে থাকা যাবে না যে, সরকার যেই দিন থেকে রাষ্ট্রিয় ভাবে ছলাত প্রতিষ্ঠিত করবে

সেই দিন থেকে ছলাত আদায় করবো, অসাধু প্রতারক ফকীরদের ঐ বক্তব্য অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। তাদের এ বক্তব্য মেনে নিয়ে ছলাত আদায় করা ত্যাগ করলে মুসলমান অবশ্যই গোনাহগার হয়ে যাবে। ঐ সকল প্রতারক ফকীররা যদি একেবারেই পাগল, গাজাখোর না হয়ে থাকে, তবে তাদের উল্টা বুঝ দ্বারও বুঝবে যে, ছলাত শুধু রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত এর নাম ইকামাতে ছলাত বা আক্বিমূছ ছলাত নয়। তারাই বলে থাকে যে, মিলাদের সাথে ক্বিয়াম আছে আর ক্বিয়াম অর্থ (নবীজি (ছঃ)-এর সম্মানে) দাড়ানো, অর্থাৎ ক্বিয়াম অর্থ দাড়ানো। তাহলে তো ছলাতে ক্বয়িম অর্থও তারা করতে পারে যে, ছলাতে দাড়ানো। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকেই ছলাতে দাড়াতে হবে, ছলাত আদায় করতে হবে। তো যাই হোক- আল্লাহ তা'য়ালাই অধিক জানেন।

হযরত মুহাম্মাদ (ছঃ)-এর উম্মতের জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত ফরজ করেছেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, 'মিরাজের রজনীতে রাছূল (ছঃ)-এর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছলাত ফরজ করার পর তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়েছিল।' অত:পর আল্লাহ তা'য়ালা ডেকে বললেন, "হে মুহাম্মাদ (ছঃ) নিশ্চয় আমার নিকটে কথার রদ-বদল হয় না। যাও এ পাঁচ ওয়াক্তের বদলে তুমি পঞ্চশ ওয়াক্তের সাওয়াব পাবে। (ছহীহ তিরমিযী হাঃ ২১৩, ছহীহ বুখারী, হাঃ ৩৪৯) অত:এব মুসলিম উম্মাহর জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত ফরজ করেছেন, যা আদায় করা আমাদের জন্য বাধ্যতা মুলক। আর সেই পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত হলো-

১. ফজর ২. যোহর ৩. আসর

৪. মাগরিব ও ৫. ইশা

(ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খন্ড, পৃ: ৪৪)

বর্তমান সময়ে ভিন্ন এক মতাদর্শের কিছু লোক পাওয়া যায়, যারা দাবী করে থাকে যে, ছলাত পাঁচ ওয়াক্ত না, কুরআনে তিন ওয়াক্তের কথা উল্লেখ হয়েছে। তারা দলিল হিসেবে নিম্নে উল্লেখিত আয়াতটি পেশ করে থাকে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

অর্থ: " সূর্য হেলিয়া পড়িবার (অর্থাৎ যহর) পর হইতে রাত্রির ঘন অন্ধকার (অর্থাৎ ইশা) পর্যন্ত ছলাত ক্বয়িম করিবে এবং ক্বয়িম করিবে ফজরের ছলাত। নিশ্চয়ই ফজরের ছলাত উপস্থিতির সময়।" (সূরা বানী ইসরাইল, আয়াত: ৭৮) তারা বলে থাকে কুরআন মাজিদে তিন ওয়াক্ত ছলাতের কথা এসেছে কাজেই তিন ওয়াক্ত ছলাত আমাদের জন্য ফরজ। যদিও তাদের উক্তিটি ভিত্তিহীন আর উক্ত দলিলটি দ্বারাও শুধু যে, তিন ওয়াক্ত ছলাত ফরজ আর বাকি দুই ওয়াক্ত ফরজ না, সেটাও প্রমাণ করে না। বরং উক্ত আয়াতটিতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ ছলাতেরই দলিল বহন করে।

উক্ত মতাদর্শের গোষ্ঠিটির আহলুল সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতাদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবেই অমিল। আর আহলুল সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। এটি দ্বীনের জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়। যা অস্বীকার কারীকে কাফিরে পরিণত করে। (ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খন্ড, পৃ: ৪৪) বাদায়েহ ১/৯১, মুগনিল মুহতাজ ১/১২১, আল-মুগনী, ১/৩৭০) নিচে পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত সম্পর্কে হাদিছ উল্লেখ করা হল। যদিও তিন ওয়াক্ত ফরজ ছলাতের ঐ গোষ্ঠিটি হাদিছের প্রতি বিশ্বাসী নয়, কিন্তু কুরআন এর আয়াত ও হাদীস এর সমর্থন দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ ছলাত এর দলিলটি আরো শক্তিশালী ভাবে ফুটে উঠেছে। হযরত আবূ রাযীন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাফি ইবনে আযরাক (রহি:) ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সাথে তর্কে লিপ্ত হলেন এবং বললেন, আপনি কি কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত ছলাতের বিবরণ পান? আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। অত:পর তিনি আয়াত পাঠ করলেন-

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾

অর্থ: "সন্ধার সময় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর।" (সুরা রুম, আয়াত: ১৭)

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾

অর্থাৎ, মাগরিবের ছলাত এবং সকাল বেলার তথা ফজরের ছলাত। (সুরা রুম, আয়াত: ১৭)

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿۱۸﴾

বিকাল বেলায় তথা আসরের ছলাত। (সুরা রুম, আয়াত: ১৮)

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿۱۸﴾

দ্বি-প্রহরের ছলাত অর্থাৎ যহরের ছলাত। (সুরা রুম, আয়াত: ১৮)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۸﴾

অর্থ: হে মুমিনগণ, তোমাদের ডানহাত যার মালিক হয়েছে এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন অবশ্যই তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের সালাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ, এবং 'ইশার সালাতের পর; এই তিনটি তোমাদের [গোপনীয়তার] সময়। এই তিন সময়ের পর তোমাদের এবং তাদের কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অন্যের কাছে যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের উদ্দেশ্যে তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (সুরা নূহ, আয়াত: ৫৮)

(তাফছীরে ত্বাবারী ২১/২০, ফিকহুস-সুন্নাহ ১ম খন্ড, পৃ: ৪৫)

* পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছলাত আদায়ের ফযিলাত:

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাছূল (ছঃ) কে একথা বলতে শুনেছেন, "আচ্ছা তোমরা বলতো, যদি তোমাদের কারোর বাড়ির দরজার সামনে একটি নদী থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার করে গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি? সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন, না কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্তের ছলাতের উদাহরণও সেই রুপ। এর দ্বারা আল্লাহ পাপরাশি মোচন করে দেন।" (ছহীহ বুখারী, হা: ৫২৮) হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাছূল (ছঃ) বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্তের ছলাত, এক জুম'আহ থেকে পরবর্তী

জুম’আহ পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে যে সব পাপ সংঘটিত হয়, সে সবের মোচনকারী হয় (এই শর্তে যে,) যদি মহাপাপে লিপ্ত না হয়।” (মুসলিম, হাঃ ৫৭২/ তিরমিযী, হাঃ ২১৪)

* পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ ছলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাবার ফযিলাতঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ রাছূল (ছঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল অথবা সন্ধায় মসজিদে গমন করে, আল্লাহ তার জন্য আপ্যায়ন সামগ্রী জান্নাতের মধ্যে প্রস্তুত করেন। সে যতবার সকাল অথবা সন্ধায় গমনা-গমন করে, আল্লাহও তার জন্য ততবার অতিথিয়তার সামগ্রী প্রস্তুত করেন। (রিয়াদুছ ছলিহীন, হাঃ ১০৬০)

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী (ছঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে অযু করে আল্লাহর কোন ঘরের দিকে এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করে যে, আল্লাহর নির্ধারিত কোন ফরজ ইবাদত (ছলাত) আদায় করবে, তাহলে তার কৃত প্রতিটি দুই পদক্ষেপের মধ্যে একটিতে একটি করে গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং অপরটিতে একটি করে মর্যাদা উন্নত করবে। (রিয়াদুছ ছলিহীন, হাঃ ১০৬১)

* ফরজ ছলাতের অপেক্ষা করার ফাযিলতঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাছূল (ছঃ) বলেছেন, “ছলাতের প্রতিক্ষা যতক্ষণ (কাউকে) আবদ্ধ রাখে, ততক্ষণ সে আসলে ছলাতের মধ্যেই থাকে। ছলাত ব্যতীত (তাকে) তার স্বীয় পরিবারের কাছে ফিরে যেতে অন্য কোন জিনিস বাধা দেয় না। (অর্থাৎ ছলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে যতক্ষণ বসে থাকে, সাওয়াব প্রাপ্তির দিক দিয়ে সে পরোক্ষ ভাবে ছলাতেই থাকে। (রিয়াদুছ ছলিহীন, হাঃ ১০৬৮)

* জামাআ’ত সহকারে ছলাত আদায়ের ফাযিলাতঃ

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাছূল (ছঃ) বলেন, “একাকীর ছলাত অপেক্ষা জামাআ’তের ছলাত সাতাশ গুণ উত্তম।” (রিয়াদুছ ছলিহীন, হাঃ ১০৭১/ ছহীহ বুখারী, হাঃ ৬৪৫)

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাছূল (ছঃ) কে বলতে শুনেছি যে, "কোন গ্রাম বা মরু অঞ্চলে তিনজন লোক বাস করলে এবং সেখানে (জামাআ'তে) ছলাত ক্বয়িম না করা হলে শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে ফেলে। সুতরাং তোমরা জামাআ'তবদ্ধ হও। অন্যথা ছাগপালের মধ্যে হতে নেকড়ে সেই ছাগলটিকে ধরে খায়, যে (পাল থেকে) দূরে দূরে থাকে।" (রিয়াদুছ-ছলিহীন, হাঃ ১০৭৭/আবু দাউদ, হা:৫৪৭)

*** ফরজ ছলাতের সাথে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়ার ফাযিলাত:**

অনেক সময় দেখা যায় মুসল্লিগণ শুধু ফরজ ছলাতই আদায় করে কিন্তু, ফরজ ছলাতের সাথে কিছু সুন্নাতে মুআক্কাদা আছে যা আদায়ের প্রতি কোন গুরুত্বই দেন না অথচ মু'মিন জননী উম্মে হাবীবাহ রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রাছূল (ছঃ)-কে বলতে শুনেছি, "যে কোন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য প্রত্যেক ফরজ ছলাত ব্যতীত (আরো) বারো রাকআ'ত সুন্নাত ছলাত আদায় করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি গৃহনির্মাণ করেন অথবা তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহনির্মাণ করা হয়।" (রিয়াদুছ-ছলিহীন, হাঃ ১১০৪)

*** বারো রাকাত সুন্নতের বিবরণ:**

১. ফরজ ছলাতের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নাত। হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, নবী (ছঃ) বলেছেন, "ফযরের দু'রাকাত সুন্নাত পৃথিবী ও তাতে যা আছে সবার চেয়ে উত্তম।" (ছহিহ মুসলিম, হাঃ ২৫)

২. যহরের ফরজ ছলাতের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত সুন্নাত; হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, "নবী (ছঃ) আমার ঘরে যহরের পূর্বে চার রাকাত পড়তেন। তারপর (মসজিদে) বের হয়ে গিয়ে লোদেরকে নিয়ে যহরের ফরজ ছলাত আদায় করতেন। অত:পর ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দু'রাকাত সুন্নাত পড়তেন।" (রিয়াদুছ-ছলিহীন, হাঃ ১১২২)

৩. মাগরিবের ফরজ ছলাতের পর দু'রাকাত সুন্নাত; আয়িশা (রাঃ) বলেন, "তিনি অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ছঃ) লোকদেরকে নিয়ে মাগরিবের ছলাত

আদায় করার পর আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকাত সুন্নাত পড়তেন।” (রিয়াদুছ-ছলিহীন, হাঃ ১১২২)

৪। ইশার ফরজ ছলাতের পর দুই রাকাত সুন্নাত; হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, তিনি অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সঃ) লোকদের নিয়ে ইশার ছলাত আদায় করতেন, অত:পর আমার ঘরে ফিরে এসে দুই রাকাত সুন্নাত পড়তেন।” (রিয়াদছ-ছলিহীন, হাঃ ১১২২)

* ফরজ ছলাত আদায় না করার কারণে কঠিন আযাবে গ্রেপ্তারঃ

এখানে একটি বিষয়ে জানার প্রয়োজনতা হলো, ছলাত আদায় না করার দুইটি কারণ-

১. ছলাত অস্বীকার করার মাধ্যমে পরিত্যাগ করা। যে ব্যাক্তি ছলাতের বিধানকে ও ছলাত আদায়ের আবশ্যকতাকে অস্বীকার করার মাধ্যমে ত্যাগ করবে, সে ব্যাক্তি মুসলমানদের সর্ব সম্মতিক্রমে মুরতাদ ও কাফের বলে গন্য হবে। (ফিকহুস-সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫)

২. ছলাত অস্বীকার করার মাধ্যমে নয় বরং অলসতা ও অবহেলা করে ছলাত ত্যাগ করা। ওযর ব্যতীত ফরজ ছলাত ইচ্ছাকৃত ভাবে ত্যাগ করা সবচেয়ে মারাত্বক ও কবিরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। এতে কোন মুসলিমের দ্বিমত নেই। আল্লাহ তা'য়ালার নিকটে ছলাত ত্যাগের পাপ- মানুষ হত্যা, অন্যায় ভাবে সম্পদ নিয়ে নেয়া, যিনা-ব্যভিচার, মদপান ইত্যাদি পাপের চেয়েও বড় পাপ। এ কারণে সে ইহকালে ও পরকালে আল্লাহর শাস্তি, অসন্তুষ্টি, ক্রোধ ও লাঞ্চনায় নিপতিত হবে। (ফিকহুস-সুন্নাহ, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৫; আসসলাহ ওয়া হুকমু তারিকিহা, ইমাম ইবনু কাইয়্যুম (রহি:), পৃঃ ৬) হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাছূল (ছঃ) বলেছেন, “কেয়ামতের দিন বান্দার সর্ব প্রথম যে বিষয়ের হিসাব নেয়া হবে, তা হলো ছলাত। যে ব্যাক্তির ছলাতের হিসাব ঠিক হবে, সে সফল হবে ও মুক্তি পাবে। আর যার ছলাতের হিসাব ঠিক হবে না, সে ধ্বংস হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।” (ছহীহ-তিরমিযী, হাঃ ৪১৩)

৩। যাকাত প্রদান করা:

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۳﴾

অর্থ: "তোমরা ছলাত প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত প্রদান কর।" (সুরা বাকারা, আয়াত: ৪৩)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۳﴾

অর্থ: "তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে যাকাত গ্রহণ কর, যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করে দিবে।" (সুরা তাওবা, আয়াত: ১০৩)

* যাকাত প্রদানের ফযিলাত:

হযরত আবূ আইয়ুব (রাঃ) বলেন, "একটি লোক নবী (ছঃ) কে বললো, আমাকে এমন একটি আমল বলুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, আল্লাহর ইবাদত করবে, আর তাঁর সাথে কোন অংশীদার স্থীর করবে না। ছলাত প্রতিষ্ঠিত করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মিয়তার বন্ধন অটুট রাখবে।" (হাদিছ সম্ভার, হাঃ ৯১২)

* যাকাত প্রদান না করার কারণে কঠিন আযাবে গ্রেফতার:

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত নবী (ছঃ) বলেন, "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন; কিন্তু সে ব্যক্তি তার সেই সম্পদের যাকাত আদায় করেনা, কেয়ামতের দিন (আযাবের) জন্য তার সমস্ত ধন-সম্পদকে একটি মাথায় টাক পড়া (অতি বিষাক্ত) সাপের আকৃতি দান করা হবে; যার চোখের উপর দুটি কালো দাগ থাকবে। সেই সাপকে বেড়ির মত তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। অত:পর তার উভয় কাঁধে ধারন (দংশন) করে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সেই গুচ্ছিত ধনভান্ডার। এরপর নবী (ছঃ) সুরা আল-ইমরান এর ১৮০ নং আয়াত পাঠ করলেন, আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহে (ধন-সম্পদ) যারা কৃপনতা করে, সে কার্পণ্য তাদের জন্য কল্যাণকর হবে তারা যেন ধারনা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর পতিপন্ন

হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে বেড়ি বানিয়ে কেয়ামতের দিন তাদের গলায় পরানো হবে।” (হাদিছ সম্ভার, হাঃ ৯১৭; বুখারী, হাঃ ১৪০৩)

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাছূল (ছঃ) বলেন, “যাকাত আদায় করে না এমন ব্যক্তি কেয়ামতের দিন জাহান্নামে যাবে।” (হাদিছ সম্ভার, হাঃ ৯১৯; ছহীহ তারগীর, হাঃ ৭৬২)

৪। রমাদান মাসে ছিয়াম রাখাঃ

মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ: “হে ঈমানদার! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হলো যে রুপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর করা হয়েছিলো যাতে করে তোমারা মুত্তাকী হতে পারো।” (সুরা বাকারাহ, আয়াতঃ ১৮৩)

* রমাদান মাসের ফাযিলাতঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাছূল (ছঃ) বলেছেন, “রমাদান উপস্থিত হলে, জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়, দোযখের দরজা সময়হ বন্ধ করে দেয়া হয়, আর সকল শয়তানকে করা হয় শৃঙ্খলিত।” (হাদিছ সম্ভার, হাঃ ১০২৬/ছহীহ বুখারী, হাঃ ১৮৯৯)

* ছিয়াম রাখার ফাযিলাতঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ছঃ) বলেছেন, “আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য; তবে ছিয়াম নয়। যেহেতু তা আমারই জন্য এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব।” (হাদিছের অংশ বিশেষ-ছহীহ বুখারী, হাঃ ১৯০৪)

হযরত সাহল বিন সাদ (রাঃ) বলেন, নবী (ছঃ) বলেছেন, “জান্নাতের এক প্রবেশদ্বার রয়েছে, যার নাম রইয়ান। কেয়ামতের দিন ঐ দ্বার দিয়ে ছিয়াম পালনকারীগণ প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউই ঐ দ্বার দিয়ে প্রবেশ

করবে না। সুতরাং তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি যখন প্রবেশ করবে তখন দ্বার বন্ধ করা হবে। ফলে সে দ্বার দিয়ে আর কেউই প্রবেশ করবে না।" (ছহীহ বুখারী, হা: ১৮৯৬)

* সেহরী খাওয়ার ফাযিলাতঃ

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাছূল (ছঃ) বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের উপর করুনা বর্ষণ করেন, যারা সেহরী খায়, আর ফেরেশতাবর্গও তাদের জন্য দু'আ করে থাকেন।" (ইবনে হিব্বান, হা:৩৬৬৭)

* ইফতার করার ফাযিলাতঃ

হযরত সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাছূল (ছঃ) বলেছেন, "যতদিন পর্যন্ত মুসলমানেরা শীঘ্র ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যানের মধ্যে থাকবে।" (ছহীহ বুখারী, হা: ১৯৫৭)

* রমাদান মাসের ছিয়াম না রাখার কারণে পরকালীন জীবনে কঠিন আযাবে গ্রেপ্তারঃ

মহান আল্লাহ তা'য়ালা রমাদান মাসের ছিয়ামকে আমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি শরঈ সম্মত কোন কারণ ব্যতীত রমাদান মাসের ছিয়াম ত্যাগ করবে, সে কবিরাহ গোনাহগার হবে। (ইসলামী জীবন ধারা-শাইখ আব্দুল হামিদ ফায়যী আল মাদানী, পৃ: ২৫৮)

৫। হাজ্জ পালন করা:

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۷﴾

অর্থ: "মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর যে অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে) আল্লাহ জগতের উপর নির্ভরশীল নন।" (সুরা আল ইমরান, আয়াত: ৯৭)

* হজ্জ পালনের ফাযিলত:

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাছূল (ছঃ) বলেছেন, "একটি উমরাহ পরবর্তী উমরাহ পর্যন্ত ঐ দুয়ের মধ্যবর্তী সময়কৃত পাপরাশির জন্য কাফফারা (মোচনকারী) হয়। আর 'মাবরুর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জের প্রতিদান হলো জান্নাত।" (ছহীহ বুখারী, হা; ১৭৭৩) হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাছূল (ছঃ) কে বলতে শুনেছি, " যে ব্যাক্তি (আল্লাহর জন্য) হজ্জ পালন করল এবং (তাতে) অশ্লীল কাজ করল না ও পাপাচার করল না, সে ব্যক্তি ঠিক ঐ দিনের মত (নিস্পাপ হয়ে) বাড়ি ফিরবে, যে দিন তার মা তাকে প্রসব করে ছিলো।" (ছহীহ বুখারী, হা: ১৫২১)

* সামর্থ্য থাকা সর্ত্বেও হজ্জ না করার কারনে পরকালীন জীবনে কঠিন আযাবে গ্রেপ্তার:

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বাইতুল্লাহর হজ্জকে মুসলমানদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। অতএব, যদি কোন মুসলমান সামর্থ্য থাকা সত্বেও কৃপণতা করে অথবা অলসতাবসত বাইতুল্লাহ হজ্জ করবে না, সে কাবিরাহ গোনাহগার হবে। (ইসলামী জীবন বিধান, শাইখ আব্দুল হামিদ ফারযী আল মাদানী, পৃ: ২৫৮)

প্রিয় পাঠক, উপরে উল্লেখিত ইসলামের ৫টি বিধান মৌলিক বিধান। এই মৌলিক বিধান ছাড়াও উপরে উল্লেখিত ১নং বিধানের শর্ত তাওহীদ ও রিছালাত বা কুরআন হাদিছের বিধান অনুযায়ী আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ মুহাম্মাদ

(ছঃ) এর শিখানো তরিকা মুতাবেক পালন করাই হলো ইসলাম। কারণ ইসলাম শব্দের প্রকৃত অর্থই হলো আল্লাহর নিকট আত্মসম্র্পন করা এবং তাঁর অনুগত হওয়া। (তাফছীরে মা'রিফুল কুরআন, পৃঃ ১৬৮)

আর আল্লাহর আত্মসম্পর্ণ ও আনুগত্য হলো-আল্লাহ যা আদেশ-নিষেধ করেছেন তা মুহাম্মাদ (ছঃ) এর শিখানো পন্থা অনুযায়ী পালন করা। অতএব কুরআন-সুন্নাতে যেই আদেশ-নিষেধ আমাদের জন্য বর্ণনা হয়েছে, সেই সকল আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন পরিচালনা করাই হলো ইসলাম। নিচে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত আরো তিনটি অন্যতম বিধান উল্লেখ করলাম।

১. পর্দা

২. জনকল্যাণ কর কাজ

৩. জিহাদ ফি ছাবিলিল্লাহ

১. পর্দা:

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ
اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا
عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থ: "আর মু'মিন নারীদেরকে বল তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাহাদের লজ্জা স্থানের হিফাজাত করে, তাহারা যেন যাহা সাধরনত প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতীত তাহাদের আবরণ (অর্থাৎ অলংকার বা আকর্ষনীয় পোশাক) প্রদর্শন না করে। তাহাদের গ্রীবা (অর্থাৎ ঘাড়-গলা) ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় (ওড়না বা চাদর জাতীয়) দ্বারা আবৃত করে, তাহারা যেন তাহাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাই এর পুত্র, বোনের পুত্র, আপন নারীগন (অর্থাৎ একই সঙ্গে প্রায়ই উঠা-বসা করে এমন সচ্চরিত্রবান নারী), তাহাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং

নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ (জানে না বা বুঝে না) বালক ব্যতীত কাহারও নিকট তাহাদের আবরণ প্রকাশ না করে, তাহারা যেন তাহাদের গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে স্বজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে ফিরে আসো, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পারো।" (সুরা নূর, আয়াত: ৩১)

*** পর্দা না করার কারণে পরকালীন জীবনে কঠিন আযাবে গ্রেপ্তার:**

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহর রাছূল (ছঃ) বলেছেন, "জাহান্নাম বাসী দু'প্রকার মানুষ, আমি যাদের (এ পর্যন্ত) দেখিনি। একদল মানুষ, যাদের সঙ্গে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, তা দ্বারা তারা লোকদেরকে মারবে এবং একদল স্ত্রী লোক, যারা কাপড় পরিহিত উলঙ্গ, যারা অন্যদের আকর্ষণ কারিণী ও আকৃষ্টা, তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। ওরা জান্নাতে যেতে পারবে না, এমন কি তার সুগন্ধিও পাবে না। অথচ এত এত দূর হতে তার সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।" (ছহীহ মুসলিম, হা: ৫৪৭৫)

২. জন কল্যাণকর কাজ:

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَ اسْجُدُوْا وَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۩

অর্থ: "কল্যাণকর কাজ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সুরা হাজ্জ, আয়াত: ৭৭)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَ الْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۟ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

অর্থ: "নিজেরা অভাব গ্রস্থ হলেও তারা (অপরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়।" (সুরা হাশর, আয়াত: ৯)

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী (ছঃ) বলেছেন, "যে ব্যাক্তি কোন মুসলমানের কোন পার্থিব দূর্ভোগ দূরীভূত করবে, আল্লাহ তার কেয়ামাতের দিনের দূর্ভোগ সমূহের মধ্যে কোন একটি দূর্ভোগ দূর করবেন। আর যে ব্যাক্তি

কোন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার প্রতি সহজ করবেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার মুসলমান ভাই এর সহযোগীতা করতে থাকে, আল্লাহও সে বান্দার সাহায্য করতে থাকেন। (হাদিছের অংশ বিশেষ-রিয়াদুছ ছলিহীন, হাঃ ২৫০; ছহীহ মুসলিম, হাঃ ২৬৯৯)

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাছূল (ছঃ) বলেছেন, "তোমরা রুগী দেখতে যাও, ক্ষুধার্তকে খেতে দাও এবং বন্দীকে মুক্ত কর।" (রিয়াদুছ ছলিহীন, হাঃ ৯০২; ছহীহ বুখারী, হাঃ ৩০৪৬)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাছূল (ছঃ) বলেছেন, "আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা কেয়ামতের দিন বলবেন- হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি। সে বলবে, হে প্রভু! কি ভাবে আমি আপনাকে দেখতে যাব; আপনিতো সারা জাহানের পালনকর্তা। তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে, তাহলে অবশ্যই তুমি, আমাকে তার কাছে পেতে?

হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়ে ছিলাম, তুমি আমাকে খাবার দাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি আপনাকে কিভাবে খাবার দেব, আপনিতো সারা জাহানের প্রভু। আল্লাহ বলবেন, তোমার কি জানা ছিলো না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়ে ছিল, কিন্তু তাকে তুমি খাবার দাওনি? তোমার কি জানা ছিলো না যে, যদি তাকে খাবার দিতে, তাহলে অবশ্যই তা আমার কাছে পেতে?

হে আদম সন্তান! তোমার কাছে আমি পানি পান করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পান করাও নি। বান্দা বলবে, হে প্রভু! আপনাকে কি রূপে পানি পান করাবো, আপনি তো সমগ্র জগতের প্রভু? তিনি বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়ে ছিল, তুমি তাকে পান করাও নি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তাকে পান করাতে, তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে?" (রিয়াদুছ ছলিহীন, হাঃ ৯০১; মুসলিম, হাঃ ২৫৬৯)

৩. জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ:

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

إِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿﴾

অর্থ: "নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন সম্পদ সমূহকে জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন; তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা হত্যা করে এবং নিহত হয়।" (সুরা তওবা, আয়াত: ১১১)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿﴾

অর্থ: "দূর্বল হও অথবা সবল, সর্বাস্থাতেই তোমরা বের হও এবং আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ কর।" (সুরা তাওবা, আয়াত: ৪১)

হযরত আবুযার (রাঃ) বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাছূল (ছঃ) সর্বোত্তম আমল কী? তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা ও তার রাস্তায় জিহাদ করা।" (ছহীহ বুখারী, হা: ২৫১৮)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাছূল (ছঃ) বলেছেন-"জান্নাতের মধ্যে একশটি স্তর আছে, যা আল্লাহর পথে জিহাদ কারীদের জন্য মহান আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন। দুই স্তরের মাঝখানের ব্যবধান আসমান-যমীনের মধ্যেবর্তী দূরত্বসম।"(রিয়াদুছ-ছলিহীন, হা: ১৩০৮; ছহীহ বুখারী, হা: ২৭৯০)

প্রিয় পাঠক! এখানে একটি বিষয় আলোচনা প্রয়োজন বোধ করছি তা হলো- উপরে উল্লেখিত বিধান জিহাদ, এই জিহাদ নিয়ে বর্তমানে আমাদের দেশে দুইটা মতের দুইটি গোষ্ঠি দেখা যায়।

১। জিহাদ নিয়ে চরমপন্থী।

২। জিহাদ নিয়ে নরমপন্থী।

১। জিহাদ নিয়ে চরমপন্থীঃ

এই গোষ্ঠিটিকে দেখা যায়, যারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জিহাদ সম্পৃক্ত আয়াত ও হাদিছ গুলো সংগ্রহ করে নিয়ে, জিহাদ বিষয়ে এতোটাই চরমপন্থী অবলম্বন করছে যে, কাফের, নাস্তিক, মুরতাদ ব্যতীত তারা তাদের চোখে মুসলমানই দেখতে পায় না। তাদের মতের সাথে মত না মিললেই সে কাফের, মুরতাদ। আর তাদের মত এটাই হলো- জিহাদ করতে হবে।

*** তাদের মতে জিহাদ কী?**

জিহাদ হলো কাফের, মুরতাদকে হত্যা করা। আর আমি পূর্বেই তো বললাম, তাদের কাছে কাফের এর সংজ্ঞা হলো তাদের মতের সাথে মতের মিল না হওয়া। তাদের জিহাদী কর্মসূচির মধ্যে থাকে-একজন মুসলমানকে নাস্তিক আক্ষ্যা দিয়ে রাতের অন্ধকারে গিয়ে তাকে হত্যা করা। মতের সাথে মতের মিল না হওয়ায় পীরকে হত্যা করা। কালেমায়ে শাহাদাত সাক্ষ্য দানকারী মুসলমানকে কাফের ফতুয়া দিয়ে হত্যা করা। সারা দেশে বোমা ফাটিয়ে জনগণকে আতংক করে তাদের দলের জানান দেয়া। যার একটিও ইসলামী কর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এদেশের অনেক আলেম-ওলামাগণ তাদের বক্তৃতা লেখনির মাধ্যমে কৌশলে, ইঙ্গিতে এমনকি সরাসরি বক্তৃতা দিয়েও বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, উপরে উল্লেখিত কর্মগুলো জিহাদ নয়, ইসলাম নয়। আর এই সকল কর্ম কোন ইসলামী দলের কর্মও নয় বরং তা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ম। অথচ জিহাদ নিয়ে ঐ চরমপন্থী গোষ্ঠিটিত রাষ্ট্র শাসনের আশে-পাশেই যায় নাই বরং ঐ সকল চরমপন্থী জিহাদী গোষ্ঠীরাও বিভিন্ন দলে, উপদলে বিভক্ত হয়ে আছে। এবং তারা নিজেরাই নিজেদের দল না করায়, আরেক দলকে কাফির ফতুয়া দেয়, যা একটি ঘৃণিত কর্ম। যদিও বর্তমানে বাংলাদেশে ঐ চরমপন্থী জিহাদী গোষ্ঠীর কোন সক্রিয় সদস্য নাই বললেই চলে। তবে চরমপন্থী জিহাদী গোষ্ঠী বাংলাদেশে না থাকলে কি হবে বাংলাদেশের প্রশাসনরা ফেসবুকের যুব সমাজকে চরমপন্থী বা জংঙ্গি সদস্য বানিয়ে অর্থাৎ সাধারণ নামাজ রোজা করেন এমন যুবকদের কে মিথ্যা ভাবে জঙ্গি মামলা দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আর

সেই মিথ্যা মামলার ভুক্তভোগি আমি নিজেও। যেই সকল তরুন যুবকরা চরমপন্থী জিহাদী গোষ্ঠীদের কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না, তাদেরকে জেল খানায় গিয়ে হতে হচ্ছে চরমপন্থী, জিহাদী গোষ্ঠীদের কাফের ফতুয়ার স্বীকার। কারণ জেলখানাতেই সাজাপ্রাপ্ত হয়ে বসে আছে অসংখ্য চরমপন্থী। যাদের মাথা থেকে এখনো জিহাদের চরমপন্থী ভূত নামেনি। আর এই সকল চরমপন্থীদের সাথে যখন সাধারণ তরুন যুবকদেরকে জঙ্গি মামলা দিয়ে জেল খানায় রাখা হয়, তখন সেই সকল যুবক তরুনদের জীবনে শুরু হয় চরম হুমকী।

২। জিহাদ নিয়ে নরমপন্থীঃ

বর্তমান সময়ে এই শ্রেনির লোকের অভাব নেই। বরং জিহাদ নিয়ে চরমপন্থীদের থেকে জিহাদ নিয়ে নরমপন্থীদের সংখ্যা অনেক বেশি, কেন না পিঠও বাচে আবার পেটও বাচে। জালেম শাসক গোষ্ঠীও কিছুই বলবে না, আবার জনসাধারনের নিকট খাবার দাওয়াত পাওয়া যাবে, শুধু তাই নয় মুসলমানদের চির দুশমন মুশরিক হিন্দুরা ও পীর সাহেবের কবরে পর্দা উপহার দিবে-যদিও এই মুশরিক জাতিই ভারতের মুসলিম বোনদের পর্দা ব্যবহার করতে দিতে চায় না। জিহাদ নিয়ে নরমপন্থীদের মূল বক্তব্যই হলো-নফছের জিহাদই বড় জিহাদ। শুনো রাখো নরমপন্থী; অস্ত্র জিহাদ ব্যতীত নফছের জিহাদও কাজ দিবে না, যদি তাই হতো তা হইলে মক্কা নগরীর সবচেয়ে উত্তম, সবচেয়ে নরম দিল মানুষটি (মুহাম্মাদ ছঃ) নিজ বংশের লোকদের বিরুদ্ধেই অস্ত্র নিয়ে জিহাদে নামতেন না। আপনি যেই ফতুয়া দিয়ে জিহাদ থেকে মুসলমানদের বিরত করছেন-বীরের জাতিকে বিড়ালের জাতি বানিয়ে রাখছেন, সেই ফতুয়া প্রয়োগের উদ্দেশ্যটা হলো শয়তানের এজেন্ডা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য। কাজেই আল্লাহকে ভয় করে জিহাদ নিয়ে নরমপন্থা থেকে ফিরে আসুন, আপনি সুফিবাদ হন, তাতে কোন সমস্যা নেই, আপনি হানাফি হন তাতে কোন সমস্যা নেই, আপনি আহলে হাদিছ হন তাতে কোন সমস্যা নেই, আপনাকে ইসলামের জিহাদ-কি্তাল বিশ্বাস করতেই হবে, শুধু বিশ্বাস করলে হবে না- জিহাদ যখন আপনাকে চাইবে তখন আপনাকে জিহাদের দিকেই দৌড়ে যেতে হবে, তসবী নিয়ে নয়। সহীহর লকেট গলায় ঝুলিয়ে নয় বরং জিহাদের অস্ত্র নিয়ে। জিহাদ ফরযে আইন হয়নি-এখন নফছের জিহাদই বড় জিহাদ, লেখা-লেখির জিহাদ বড় জিহাদ, তাওহীদের প্রচারই বড় জিহাদ, ছহীহ হাদিস প্রচারই বড় জিহাদ, এই বক্তব্য দিয়ে চোখ কান বন্ধ করে বসে থাকলেই

চলবে না। সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য তখনই জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেছে যখন মুসলমানদের হাত থেকে মুসলমানদের প্রথম কিবলা ইহুদিদের দখলে চলে গেছে, ফিলিস্তিনের মুসলমান বোনদের হাত ধরে ইহুদিরা টানাটানি করে, লেবানলের মুসলমানদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে হত্যা করছে- মুসলমান নারীদেরকে ধর্ষণ করেছে। যখন পাকিস্তানের মুসলমান বোন আফিয়া এর আত্যচিৎকার মুসলমানের নিকটে এসে পৌছেছে, যখণ মিয়ানমারের মুসলমানদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে-নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। মিয়ানমারের মুসলমানদেরকে তাদের নিজের মাতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে, ভারতে জয় শ্রীরাম বলতে বলতে মুসলমানদেরকে হত্যা করা হয়েছে। মুসলমানদের বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছে। মুসলমান নারীদেরকে পর্দা করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। বলুন পীর সাহেব, বলুন প্রিয় শাইখ, আর কত দিন পর জিহাদ ফরযে আইন হবে? কাজেই জিহাদ নিয়ে যেমন চরমপন্থী হওয়া যাবে না, তেমন জিহাদ নিয়ে নরমপন্থীও হওয়া যাবে না।

* ইসলাম মধ্যম পন্থা:

কাজেই জিহাদ নিয়েও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে। প্রিয় পাঠক- আমি উপরে উল্লেখিত যেই আটটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম তা সবই ইসলামের অন্তভুক্ত এবং তা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ছঃ) এরই দেয়া বিধান আর আল্লাহর বিধান মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ’তায়ালা বলেন-

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

অর্থ: “যখন বিশ্বাসীদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রছূলের দিকে আহব্বান করা হয়, তখন তারা কেবল একথাই বলে, আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম, আর ওরাই হলো সফলকাম।” (সুরা নূর, আ: ৫১)

-ঃ সমাপ্ত ঃ-